## নয়া দিগন্ত

# ঢাবি কলা অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১০ শিক্ষক ও ১৫৬ শিক্ষার্থী

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের উদ্যোগে তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) 'ডিনস অ্যাওয়ার্ড' দেয়া করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। এ বছর গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য ১০ জন শিক্ষক এবং অনুষদের ১৭টি বিভাগ থেকে মোট ১৫৬ জন শিক্ষার্থী এই পুরস্কার পেয়েছেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানে ডিনস অ্যাওয়ার্ড স্পিকারের বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন।

ভিসি বলেন, মেধার অন্যতম ভিত্তি হলো পরিশ্রম। মনে রাখতে হবে, সাফল্যের পেছনে অনেকের অবদান থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ দিনের যে পরম্পরা তা তোমরা ধরে রেখেছ। এটাই আমাদের গর্ব।

তিনি বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা পড়াশোনাকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দিতে পেরেছি। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যই ভবিষ্যৎকে আরো সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, এই প্রোগ্রামটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক গর্বের। মেধার স্বীকৃতি দিতে পারা সত্যিই এক ধরনের সার্থকতা। একজন শিক্ষক হিসেবে এটি বড় সফলতা যে তার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। এ অর্জনের পেছনে বাবা-মাদের অবদান কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, আজকের এই আয়োজন আমাদের জন্য এক গৌরবময় ও বিশেষ উদযাপনের দিন। তবে কেবল এই অর্জনে আত্মতুষ্ট হয়ে থেমে গেলে চলবে না। বরং এই স্বীকৃতি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা চিন্তা ও কর্মে সর্বদা সৎ থাকবে। অর্জিত জ্ঞানকে অহঙ্কারের কারণে নয়, সমাজের কল্যাণে উদারভাবে বিলিয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এবং কলা অনুষদের ডিন অ্যাওয়ার্ড-প্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের ■ ৪র্থ পৃ: ১-এর কলামে

## ঢাবি কলা অনুষদের

৩য় পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক এবং অ্যাওয়ার্ড-প্রাপ্তদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান ■ নয়া দিগন্ত

## আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে মঙ্গলবার ডিনস অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান

© আমার দেশ

# ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ঢাবির ১০ শিক্ষক ও ১৫৬ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কলা অনুষদের ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। এতে ১৫৬ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ১০ শিক্ষককেও অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মেধাকে মূল্যায়ন করতে পারা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। সাফল্যের পেছনে পরিশ্রমের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবদানও অনস্বীকার্য। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা মেধার স্বীকৃতি দিতে পেরেছি, এটাই আমাদের গর্ব।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য গৌরবের। তবে কেবল এই অর্জনেই থেমে গেলে চলবে না। শিক্ষার্থীরা যেন জ্ঞানকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে, সেটিই হবে আসল সার্থকতা।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন—আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার ও ড. মো. মুমিত আল রশিদ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, ড. শাকী মো. মোস্তফা ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ড. শান্টু বড়ুয়া এবং ইংরেজি বিভাগের ড. কামরুল হাসান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, অনুষদের শিক্ষক, রেজিস্ট্রার ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

15 October 2025

মানবকণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান —মানবকণ্ঠ

# ঢাবিতে ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৫৬ শিক্ষার্থী ও ১০ শিক্ষক

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কলা অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে গত তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। অনুষদের ১৭টি বিভাগের মোট ১৫৬ জন শিক্ষার্থী ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান। এছাড়া দেশে/বিদেশে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের জন্য চারটি ক্যাটাগরিতে ১০ জন শিক্ষককে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন ডিনস অ্যাওয়ার্ড স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী। এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, রেজিস্ট্রার, অনুষদের শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় সংগীতের ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বেরও আয়োজন ছিল। ডিনস অ্যাওয়ার্ড পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন— বাংলা বিভাগের মাহফুজা মাহবুব; ইংরেজি বিভাগের জেরিন তাসনিম রাইসা, মানতাহা কিশোয়ার, মো. সারোয়ার কামাল ভূঁইয়া, তাওসিফ এহসান, আয়শা আক্তার সুমি, মোসা. ঈশিতা হক, লাবিব রশিদ ইনান এবং তাশরিফা ফাইরুজ, আরবি বিভাগের মাসুদুর রহমান, আবদুল্লাহ মজুমদার, আতহারুল ইসলাম শহিদ, তৌহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকরামুল হক, মুনতাসির আহমদ মুয়াজ, মাহমুদুল হাসান, এজাজুল হক, মো. সাজ্জাদ হোসেন খান, সামিয়া জাহান, মিজানুর রহমান, নাজমুস সাকিব, হোসাইন আহম্মদ, ইয়াসির মাহমুদ, হাসমত আলী, মাহমুদুল আহসান, মুনতাসির আহমদ, আরফাতুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, ইমরান হোসাইন, ওমর ফারুক, জেসমিন ইসলাম তাপসী এবং মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মাহদি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সায়মা আক্তার, মো. খায়রুজ্জামান, মোসা. ফাহিমা সুমাইয়া, মো. ইশরেকাত হাসান ইমন, মাহমুদা আক্তার এবং শান্তা আক্তার, উর্দু বিভাগের সৈয়দা জাসিয়া আলী, মোসা. আলপনা আক্তার, মো. আবু সাজিদ, নাকিবা আজিম এবং মো. হাবিবুল্লাহ মুসকান, সংস্কৃত বিভাগের অনিক চন্দ্র বিশ্বাস, মধু কুমার রায়, উম্মে তামান্না সুলতানা কুয়াশা, সুমি রাণী দাস এবং তমা রাণী সরকার, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের পিয়া দাস, অধিবাসী রায়, তানজিলা আক্তার এবং প্রতিভা চাকমা, ইতিহাস বিভাগের মো. হাসাইবুর রহমান, সোনিয়া আক্তার, মো. হাসিবুর রহমান, মো. মেহেদী হাসান, আবু তৈয়ব, সৌরভ মিয়া, অনন্যা আক্তার, তাসনিম মোস্তফা, পূজা দাস, ফারজানা পারভিন, সুস্মিতা বাড়ৈ, অর্জুনা আক্তার, সুরাইয়া ইয়াসমিন সূচনা এবং রূপম রোদ্দর, দর্শন বিভাগের সানজিদা ইমু, তামান্না খাতুন, শায়লা ইসলাম নিপা এবং মো. ইমরান হোসাইন।

## The Bangladesh Today

**Dean's Awards for the three years (2021, 2022 and 2023) of the Faculty of Arts, Dhaka University have been presented. The awards were presented to students and teachers at a ceremony organized at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Tuesday. Photo: Courtesy**

# 10 teachers, 156 students get 'DU Arts Faculty Dean's Award'

DHAKA : A total of 10 teachers and 156 students from the Faculty of Arts of the Dhaka University (DU) have been honored with the prestigious Dean's Award for their outstanding academic and research achievements spanning the years 2021, 2022 and 2023.

The award ceremony was held yesterday at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of the university.

Students from 17 departments under the Faculty of Arts received awards for their academic excellence while teachers were recognized in four categories for their contributions through published research books and original articles in reputed national and international journals. The ceremony commenced with the national anthem, followed by recitations from the Holy Scriptures. A cultural segment featuring performances by students of the Faculty of Arts added a celebratory tone to the event.

DU Vice-Chancellor (VC) Professor Dr. Niaz Ahmad Khan was present at the ceremony as the chief guest with DU Arts faculty Dean Prof Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan in the chair. Pro-VC (Administration), Prof Dr. Saima Haque Bidisha joined the event as special guest.

Former Dean Prof Dr. Sadrul Amin delivered a keynote speech while department heads announced the names of the award-winning students and faculty dean announced the name of the awardee teachers.

The VC said, "Despite many limitations, we have been able to recognize education to some extent through this arrangement."

"However, it is important to give time to family as well as studies. The balance between family and academic life will enrich the future," he added.

Prof Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan said, "This recognition has increased our social responsibility and sense of responsibility towards you all. You will always be honest in your thoughts and actions. The knowledge acquired should be shared generously for the benefit of society, not out of pride."

**ইত্তেফাক**

# জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির চার দশক আজ

■ আমিনুল ইসলাম মজুমদার

আজ ১৫ অক্টোবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্না
দিনে জগন্নাথ হলের তৎকালীন-অ্যাসেম্বলি হাউজ
৪০ জন। নিহতদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষার্থী এবং
প্রতি বছর এই দিনটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক

ঠিক চার দশক আগে ফিরে যাওয়া যাক।
আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শহরে। ব
শেষে শিক্ষার্থীরা ফিরে গেছেন হলে। কেউ বই খু
খাবার খাচ্ছেন, আর কেউ-বা জগন্নাথ হলের টিভি
অপেক্ষায়। রাত তখন প্রায় ৮টা কিংবা সাড়ে ৮ট
যায় জগন্নাথ হলের সব গতি-প্রকৃতি। স্তব্ধ হয়ে যা
আর্তচিৎকার, ক্রন্দনে ভারী হয়ে ওঠে শহরের আক

থ হল ট্র্যাজেডির ৪০ বছর। ১৯৮৫ সালের এই
ভবনের টেলিভিশন কক্ষের ছাদ ধসে প্রাণ হারান
১৪ জন অতিথি ও কর্মচারী ছিলেন। সেই থেকে
দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।
সেদিন ছিল আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। দিনের
াহিরে তখনো হালকা বৃষ্টি। সারা দিনের ক্লান্তি
ল পড়ায় মন দিয়েছেন, কেউ ডায়নিংয়ে রাতের
রুমে বসে 'শুকতারা' ধারাবাহিক নাটক দেখার
। হঠাৎ করেই এক বিকট শব্দ! মুহূর্তেই থেমে
চারপাশ। বাতাসে ভেসে আসে শত শিক্ষার্থীর
শ-বাতাস।

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

১৬ পৃষ্ঠার পর

জগন্নাথ হলের অ্যাসেম্বলি হাউজ ভবনের অডিটোরিয়ামটি তখন টিভি রুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত সেই ভবনের ছাদ ছিল দুর্বল, যা আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'শুকতারা' দেখতে শিক্ষার্থীরা সেদিনও জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। সাদা-কালো টিভির যুগে জগন্নাথ হলের সেই টিভিটি ছিল রঙিন। এমন রঙিন আনন্দের জন্যই শিক্ষার্থীরা আরো আগ্রহ নিয়ে ভরে তুলেছিলেন অডিটোরিয়ামটি। নাটক শুরু হয়েছে, বাইরে বৃষ্টির জল টপটপ করে ঝরছে। এদিকে ভিজে ভারী হয়ে উঠছে ছাদের চুন-সুরকি। তারপর অচেতন এক মুহূর্তে ধসে পড়ে পুরো ছাদ। শতাধিক শিক্ষার্থীর ওপর নেমে আসে মৃত্যুর ছায়া।

সেই রাতে হাসপাতালে পৌঁছায় একের পর এক নিথর দেহ। ৩৫টি মরদেহ সেদিন রাতেই বের করে আনা হয় ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে। আহতদের সেবা করতে গিয়েও প্রাণ হারান হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শান্তিপ্রিয় চাকমা। পরবর্তী সময়ে আরো পাঁচ জন আহত শিক্ষার্থী মারা যান। মোট ৪০টি তরতাজা প্রাণ নিভে যায় সেদিনের সেই কালরাতে। আর আহত হয় তিন শতাধিক মানুষ। নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর শোক দিবস পালন করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ভবনটির সামনে নিহতদের স্মরণে তাদের নামসংবলিত একটি নামফলক স্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যায়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শোক দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবন, সব হল এবং হোস্টেলে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং সবাই কালো ব্যাজ ধারণ করবে। এদিন সকাল সাড়ে ৭টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শোক র‍্যালি সহকারে জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গমন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং নীরবতা পালন করা হবে। সকাল ৮টায় অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে আলোচনাসভা এবং ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও বাদ মাগরিব বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও সব হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হবে। বিভিন্ন হলে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিহতদের প্রতিকৃতি চিত্র ও তথ্যপ্রমাণাদি প্রদর্শন করা হবে।